যায়যায়দিন

তারিখ 19 APR 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

# ডিজিটাল হচ্ছে আমেরিকার লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস

এএফপি *ওয়াশিংটন*

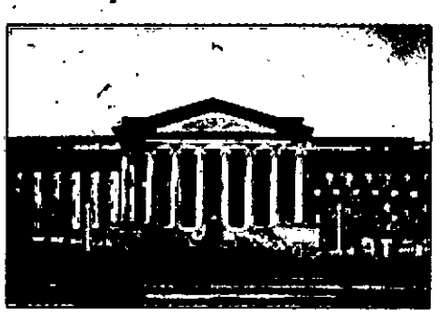

ডিজিটাল যুগে পদার্পণের উদ্যোগ নিয়েছে আমেরিকার শতাব্দী পুরনো লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস। লাইব্রেরির লাখ লাখ বই, মূল পাণ্ডুলিপি ও ছবি ডিজিটাল ফরমাটে রূপান্তর করতে কয়েক বছর সময় লাগবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রতি বছর এ লাইব্রেরিতে ২০ লাখ লোক যাতায়াত করে। অথচ এটি ডিজিটালাইজড করা হলে প্রতিদিনই সমানসংখ্যক লোক এ লাইব্রেরির সেবা নিতে পারবে।

লাইব্রেরির ডিজিটালাইজেশন প্রজেক্টের শীর্ষ উপদেষ্টা বেথ দুলাবান বলেন, এর মাধ্যমে লাইব্রেটিতে মূলত দর্শনগত পরিবর্তন আনা হচ্ছে। ডিজিটালাইজড নথিপত্রের অনেক কিছুই ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখা যাবে।

১২ বছর আগে যখন প্রথমবারের মতো এ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল তখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ লাইব্রেরির অনেকেই সফলতার বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারেননি। বেথ বলেন, প্রথমে অনেকেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইতেন। তারা খুব একটা উদ্যমী ছিলেন না। কেউ কেউ বলতেন, কোনোভাবে কাজ চালিয়ে গেলেই হলো।

এ পর্যন্ত লাইব্রেরির ১ কোটি ১০ লাখ কপি নথিপত্র ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে। শীর্ষ উপদেষ্টা বলেন, এটা কেবল আইসবার্গের একটা ছোট্ট অংশমাত্র। কেননা প্রচুর পরিমাণে নথিপত্র প্রতিদিন আসছে।

এ পর্যন্ত মাত্র ১০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। ১৮০০ সালে স্থাপিত এ লাইব্রেরিতে ১৩ কোটি ৪০ লাখ বই এবং ৮৫৩ কিলোমিটার জুড়ে সেলফে নথিপত্র রয়েছে।

লাইব্রেরিটি প্রথমে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। ১৮১৪ সালে বৃটিশ সেনারা সেখানে আগুন লাগিয়ে লাইব্রেরির মূল্যবান বেশকিছু সংগ্রহ ধ্বংস করে ফেলে। তবে পরের বছরই টমাস জেফারসনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছয় হাজার বই কিনে নতুন লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়।

এ লাইব্রেরির ডিজিটাল সংস্করণ www.loc.gov ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। ১৯৯৪ সাল থেকে ডিজিটালাইজেশনের জন্য লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস ১৬ কোটি ডলার ব্যয় করেছে। এ কাজ এগিয়ে নিতে কর্তৃপক্ষ ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলার বেসরকারি অনুদানও পেয়েছে। বেসরকারি কিছু সংস্থাও এ লাইব্রেরির সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। সার্চ ইঞ্জিন গুগলও এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে সম্পৃক্ত হয়েছে। গুগল পাচ হাজার বই এবং ১৮ হাজার নথিপত্র স্ক্যান করে লাইব্রেরিকে সহযোগিতা করছে।